

॥ श्रीमद्भगवद्गीता विवेचन सारसंक्षेप ॥

अध्याय 12: भक्तियोग

1/2 (श्लोक 1-11), शनिवार, 27 डिसेम्बर 2025

ब्याख्याकार: गीता विशारद ड: आशु गोयेल महाशय

इউटिउव लिंक: <https://youtu.be/u8FGOqLdF58>

भक्तिर सहज साधन

देशभक्तिर गान, श्रीमधुराष्टकम्, श्रीहनुमान चालिसा पाठ, प्रथागत दीप प्रज्वालन, श्रीकृष्ण बन्दना एवं गुरु बन्दनार माध्यमे सेशनर सूचना हय।

श्रीभगवानर अपरिसीम कृपाय, एइ जन्म ओ पूर्वजन्मर आमामर शुभ कर्मफलर फले अथवा कोनो सदगुरुर शुभ दृष्टिर कारणे आमरा मानवजीवनर कल्याणर जन्य एवं इहलोक ओ परलोक—उभय जीवनर मङ्गलर उद्देश्ये श्रीमद्भगवद्गीतार एइ यात्राय प्रवृत्त हयैछि। आमरा गीताके बेछे निहनि, वरं गीताइ आमामर बेछे नयैछे।

गीतार अष्टादश अध्याये श्रीभगवान बलेछेन—ये भगवद्गीताय निमग्न हय,

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

अर्थां, से निःसन्देहे आमामे लाभ करे। किन्तु यदि सबाइ गीताय प्रवृत्त हयै याय, तबे श्रीभगवान एइ जगत् सृष्टि करे ये लीलाम सकलके प्रवृत्त करेछेन, तार की हबे?

यामर पुण्य उदय हयैछे, ताराइ गीतार सङ्गे युक्त हयैछे एवं परमधामे प्रवेशर योग्य हयैछे। गीता कीभाबे नित्यजीवनके प्रभावित करे—एइ दृष्टिकोण थेके स्वामीजी समस्त विवेचना सेशनगुलार परिकल्पना करेछेन। सेशने प्रवेशर आगे भूमिका जाना प्रयोजन।

छलर माध्यमे पाणुवरा वारो बहुरे वनवास ओ एक बहुरे अज्जातवास पेयैछिलेन। तारा ता निर्धार सङ्गे पालनओ करैछिलेन। तबुओ दुर्योधन राज्य दिते अस्वीकार करे। श्रीकृष्ण शान्तिदूत हयै यान। तिनि बलेन, युद्ध हओया उचित नय। पाणुवरा राजसूय यज्ञर माध्यमे निजेदर पुरुषार्थे जगतैर समस्त राज्यैर उपर विजय लाभ करैछिलेन। श्रीभगवान बलेन—समग्र राज्य ना होक, अन्तत पाँचटि राज्य तो इन्द्रप्रस्थैर अधिकारी पाणुवदर दाओ। दुर्योधन बले, सूँचर नोखर समान जमिओ पाणुवदर देबे ना। माता कुन्ती वार्ता पाठान—ये दिनर जन्य ऋत्राणी पुत्रदर जन्म देय, सेइ समय एसे गेछे; युद्ध करे। प्रजारा आतङ्कित।

युद्धर प्रसूतिते कयैक मास समय लागे। प्रथमे भूमि निर्वाचन करा हय। विशाल भूमि कुरुक्षेत्र निर्वाचन करा हय। आठारो अस्त्रीहिणी सेना पौँछानोर जन्य नदीर ओपर असंख्य सेतु निर्माण करा हय। सेनार जन्य कूप खँडा हय।

ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, হাতিদের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়। খাদ্যের ব্যবস্থাও করা হয়। যখন সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মূল সংলাপ হয়।

গীতা কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়; এটি মহাভারত গ্রন্থের অংশ। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব—ভীষ্ম পর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে গীতা অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতে গীতার উল্লেখ যুদ্ধের দশম দিনে আসে।

দশম দিনে ভীষ্ম পিতামহ শরশয্যায় শায়িত হন। যুদ্ধক্ষেত্র দশ দিন পর্যবেক্ষণকারী সঞ্জয় এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে জানায়। ধৃতরাষ্ট্র সম্পূর্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত জানতে চান। এখান থেকেই গীতার প্রথম শ্লোক ও গীতার সূচনা হয়।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবান্বেষ কিমকুবর্ত সঞ্জয়॥

মহর্ষি বেদব্যাসজীর দেওয়া দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সঞ্জয় শুরু থেকে সম্পূর্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে দেন।

একটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে—প্রথম ক্লাসে তো প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু হওয়া উচিত; তার বদলে কেন প্রথমে দ্বাদশ অধ্যায় শুরু করা হচ্ছে?

প্রথম অধ্যায় হল গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, আর দ্বাদশ অধ্যায় হল ইন্ডিয়া গেট।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া মুম্বইতে। ইংরেজরা সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল, তাই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া বোঝা যায়। কিন্তু ইন্ডিয়া গেট কেন? ইন্ডিয়া গেট দিল্লিতে, সেখানে তো সমুদ্র নেই। পুরো ভারতের সংস্কৃতি দেখতে হলে দিল্লিতেই পাওয়া যায়। দিল্লি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা যায় না, বরং ভারতের সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য ইন্ডিয়া গেট নির্মিত।

ভগবদগীতার সূচনা যদি হৃদয় থেকে করতে হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায় থেকেই শুরু করতে হবে। তারপর পঞ্চদশ অধ্যায় পড়তে হবে। শাস্ত্র পাঠেরও নিয়ম আছে। গুরুর কাছে জানতে হয়—কোথা থেকে শুরু করতে হবে। এটাই গুরু-শিষ্য পরম্পরা। গুরু শিষ্যের যোগ্যতা অনুযায়ী শুরু করান। সাধারণ মানুষের জন্য গীতার সূচনা দ্বাদশ অধ্যায় থেকেই করা হয়েছে।

একটি গল্প আছে। নারায়ণ স্বামী নামে এক মহান ভক্ত ছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রবণ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। নারায়ণ স্বামী ছিলেন ভক্তি মার্গের পথপ্রদর্শক। একদিন শ্রবণ এলেন এবং নারায়ণ স্বামীকে গুরুভাবে প্রণাম করলেন ও ভক্তির উপদেশ দিতে বললেন। নারায়ণ স্বামী বললেন—বসো, আমি জল নিয়ে আসি। শ্রবণ বললেন—আনুষ্ঠানিকতার দরকার নেই, আপনি উপদেশ দিন। নারায়ণ স্বামী বললেন—জল তো পান করো, বলে একটি ছোট গ্লাসে জল এনে দিলেন। তারপর বললেন—অল্প জলই পান করো। মিষ্টি শরবতও আছে, সেটাও নিয়ে আসি—এই বলে একটি লোটা শরবত নিয়ে এলেন। শ্রবণ ভাবতে লাগলেন—কোনো পাত্রই তো নেই, শরবত কীভাবে পান করবেন?

নারায়ণ স্বামী শ্রবণের সেই গ্লাসেই শরবত ঢালতে লাগলেন। গ্লাস ভরে গিয়ে শরবত উপচে পড়ছে, তবু তিনি ঢালছেন। শ্রবণ বললেন—স্বামীজী

, আপনি কী করছেন? ভরা পাত্রে শরবত ঢাললে তো উপচে পড়ছে। স্বামী বললেন—মস্তিষ্কে আগে যা ভরা আছে, তা খালি না করলে নতুন কিছু শেখা যায় না।

গীতার প্রতি আমাদের যদি পুরনো ধারণা থাকে, তবে আমরা গীতা শিখতে পারব না। মন্দিরে পরদিন শ্রীভগবানের নতুন শৃঙ্গার করার আগে পুরনো শৃঙ্গার খুলে ফেলা হয়; তারপর নতুন শৃঙ্গার হয়। পুরনো ধারণা না ছাড়লে নতুন শেখা কঠিন।

গীতায় মোট সাতশোটি শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে—

একটি শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের,

একচল্লিশটি শ্লোক সঞ্জয়ের,

চুরাশি শ্লোক অর্জুনের এবং

পাঁচশো চুরাত্তরটি শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত।

সমগ্র গীতাকে মন্ত্রময় বলা হয়। মন্ত্রের অর্থ না বুঝলেও পাঠ করলে ততটাই ফল লাভ হয়, যতটা বুঝে পাঠ করলে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সময় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের বয়স কত ছিল? ছবিতে দু'জনকেই তরুণ দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়স ছিল চুরাশি বছর এবং শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল সাতাশি বছর। চুরাশি বছর বয়সে অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অর্জুন সাধারণ নন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু একটিতেও পরাজিত হননি।

মহাদেবের সঙ্গে কুস্তিযুদ্ধে দশ দিনেও মহাদেব অর্জুনকে পরাজিত করতে পারেননি। অর্জুন শরীরসহ স্বর্গলোকে গিয়ে অস্ত্র লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী উর্বশীর প্রেমের আহ্বান তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই কারণেই অর্জুন নপুংসক হওয়ার অভিশাপ পেয়ে অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলা নামে ছিলেন।

অর্জুনের চরিত্র সাধারণ নয়। তাঁর পৌরুষ, আত্মবল, কর্মঠতা, নীতিজ্ঞতা ও আত্মশক্তির প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন অর্জুনই মহাভারতের যুদ্ধের আগে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অর্জুন শাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর এই মোহ দূর করার জন্যই গীতার উপদেশ দেওয়া হয়।

যুদ্ধের আগে অর্জুন ও দুর্য়োধন—দু'জনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে যান। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে সুযোগ দেন -- কিছু চাওয়ার। অর্জুন এক মুহূর্ত দেরি না করে, কোনো সন্দেহ না রেখে বলেন—আমার সেনা চাই না, আপনাকেই চাই। আপনি আমার সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের নিষ্ঠা অসাধারণ। অর্জুন তো কেবল একটি নিমিত্ত মাত্র।

সর্বে উপনিষদো গাভো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য পরম অমৃতময় ভগবদগীতার উপদেশ শ্রীভগবান দিয়েছেন। গীতা সমস্ত বেদ ও উপনিষদের সার। গীতা কোনো সম্প্রদায়, মত বা পথের খণ্ডন করে না।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের ঊনচল্লিশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। গীতা আত্মপর্যবেক্ষণের শাস্ত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, দ্বাদশে ভক্তের, ত্রয়োদশে জ্ঞানীর, চতুর্দশে গুণাতীতের এবং ষোড়শে দৈবী ও আসুরী সম্পদের লক্ষণ বলা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের সূচনা অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে হয়।

12.1

এবং(ম্) সততযুক্তা য়ে, ভক্তাস্ত্রাং(ম্) পর্যুপাসতে য়ে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং(ন্), তেষাং(ঙ) কে যোগবিত্তমাঃ।।।।।

যে সকল ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে নিরন্তর আপনার (সগুণ ভগবানের) উপাসনা করেন, এবং যাঁরা অবিনাশী নিরাকারের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে মনমোহন! যে ভক্তেরা সর্বদা আপনার ভজন ও ধ্যানে নিয়োজিত থেকে আপনার, পরমেশ্বরের, পূজায় মগ্ন থাকে এবং যারা অন্যদিকে অবিনশ্বর, নিরাকার তত্ত্বের উপাসনায় নিয়োজিত থাকে—এই দুই ধরনের উপাসকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? সরলভাবে বললে, অর্জুন শ্রীভগবানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন—আমার জন্য কোন উপাসনা-পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ?

ভক্তিযোগে কেউ সগুণ সাকার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের পূজা করেন, আবার কেউ সর্বব্রব্যাপী নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। সগুণ উপাসনায় বিগ্রহের প্রয়োজন হয়। এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?

শ্রীভগবান শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার। শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারীর গুণ হলো—তিনি এক পংক্তি বা একটি বাক্যে উত্তর দিয়ে পরে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বোঝান। শ্রীভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় শ্লোকেই দিয়ে দিয়েছেন এবং তৃতীয় শ্লোক থেকে বিংশ

শ্লোক পর্যন্ত তার বিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন।

12.2

শ্রী ভগবানুবাচ

ময়্যাবেশ্য মনো য়ে মাং(ন্), নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ(স্), তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।2।।

শ্রীভগবান বললেন—আমাতে মন নিবিষ্ট করে নিত্য-নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে যেসব ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার (সগুণ-সাকারের) উপাসনা করেন আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সগুণ উপাসনা করা ভক্তরাই অধিক গ্রহণযোগ্য। এখানে শ্রীভগবান দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

অর্জুন প্রথম শ্লোকে যাকে সতত যুক্তা বলেছেন, শ্রীভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে তাকেই নিত্য যুক্তা বলেছেন।

আমরা সবাই সকালে মাত্র দশ-পনেরো মিনিট ধ্যান, মালাজপ, হনুমান চালিসা পাঠ ও আরতি করে সারা দিনের ভক্তি ও পূজার সঙ্গে আর বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখি না। কিন্তু অর্জুন নিত্য ভক্তি করেন।

একটি ছেলের বিয়ে হতে যাচ্ছিল। তাকে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করতে যেতে হতো। কাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবতে ভাবতেই এক বন্ধু এসে গেল। সে বন্ধুকে সঙ্গে চলার অনুরোধ করল। বন্ধু বলল, সে উপযুক্ত পোশাক পরেনি, বদলে এসে যাবে। বিয়ের ছেলেটি বলল—আমি বিয়ের জন্য সুন্দর পোশাক বানিয়েছি, সেগুলোই পরে নাও। বন্ধু পোশাক বদলে এসে যে পোশাক পরল, সেগুলো ছিল ছেলেটির প্রিয় পোশাক। এতে সে মনে মনে খারাপ লাগল।

এক জায়গায় নিমন্ত্রণপত্র দিতে গিয়ে ছেলেটি বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বলল—এ আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর সে যে পোশাক পরে আছে, সেগুলোও আমারই।

বাইরে এসে বন্ধু খুব রেগে গেল। বলল—আমার তোমার পোশাক চাইনি, তুমি আমার অপমান করেছ, আমি আর সামনে যাব না। বিয়ের ছেলেটি আশ্বাস দিল—আর বলবে না।

দ্বিতীয় বাড়িতে গিয়ে সে বলল—এ আমার বন্ধু, কিন্তু ওর পোশাক আমার নয়।

বাইরে এসে বন্ধু আবার রেগে গেল—এ কথা বলে তুমি আবার আমাকে অপমান করলে। তখন ছেলেটি বলল—এরপর থেকে খেয়াল রাখব।

তৃতীয় বাড়িতে গিয়ে ছেলেটি বলল—এ আমার বন্ধু, কিন্তু এই পোশাকগুলোর বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। ছেলেটির সম্পূর্ণ মন তখন পোশাকের দিকেই আটকে ছিল।

যখন একটি ছেলে ও মেয়ের নতুন সম্পর্ক স্থির হয়, তখন বিয়ের যত সময় বাকি থাকে—সব কাজ করতে করতেও তাদের মনে একে অপরের চিন্তাই চলতে থাকে। পরমাত্মার চিন্তনও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত।

“কর সে কর্ম করো বিধি নানা, মন রাখো জাহাঁ কৃপা নিধানা।”

খাবার রান্না করতে করতে, অফিসে যেতে যেতে, গাড়ি চালাতে চালাতে, অন্যান্য সব কাজ করতে করতেও শ্রীভগবানের চিন্তন বজায় থাকা উচিত। মনে মনে রামনামের জপ করা উচিত, গীতার শ্লোক পুনরাবৃত্তি করা উচিত।

শ্রদ্ধেয় স্বামী রামসুখদাসজী একটি অত্যন্ত সুন্দর জীবন-মন্ত্র দিয়েছেন—অল্প অল্প সময় অন্তর এই কথা বলো: “হে ভগবান, আমি যেন আপনাকে ভুলে না যাই।” স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও শ্রীভগবানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিরন্তর জপ করা উচিত।

দ্বিতীয় বিষয় হলো শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা এমন এক রসের মতো, যা যা অভাব থাকে তা পূরণ করে দেয়। যার মধ্যে যে বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকে, সে তেমনই হয়ে যায়। খুব বেশি খেলাধুলা করা মানুষকে আমরা বলি খেলাধুলার পোকা, বেশি কথা বলা মানুষকে বলি বাচাল। যার শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, সে ভক্ত হয়ে ওঠে।

শ্রদ্ধার মাধ্যমে ভক্তিতে রস আসে, নইলে পূজাও আনুষ্ঠানিক হয়ে যায়। সকালে নিয়ম করে এক মালা জপ, হনুমান চালিসা বা গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করি—সবকিছুই শ্রদ্ধাহীনভাবে চলতে থাকে। কেউ কেউ তো বলেই দেয়—চা বানিয়ে রেখো, পূজা করে আসছি।

শ্রদ্ধার অভাবে পূজা নিরস ও অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়।

শ্রীভগবান স্পষ্ট করে দিয়েছেন—সগুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, সহজ ও অধিক উপযোগী। তবে যেন কেউ মনে না করে যে শ্রীভগবান নির্গুণ-নিরাকার উপাসনার বিরোধী। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকার উপাসনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম শ্লোক থেকে বোঝানো হয়েছে—কেন সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

12.3

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যম্, অব্যক্তং(ম্) পর্যুপাসতে সর্বত্রগমচিন্ত্যং(ঞ) চ, কূটস্থমচলং(ন্) ধ্রুবম্।।3।।

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিজ ইন্দ্রিয় বশীভূত করে অচিন্ত্য, সর্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থিত, অনির্দেশ্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব,।

12.4

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং(ম্), সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব, সর্বভূতহিতে রতাঃ।।4।।

অক্ষর এবং অব্যক্তের একাগ্রের সঙ্গে উপাসনা করেন, সেই প্রাণীমাত্রেরই হিতপরায়ণ এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

নিরাকার ভক্তের জন্য শ্রীভগবান আটটি লক্ষণের কথা বলেছেন। নিরাকার লক্ষণগুলির বিস্তার না করে, তিনি নিরাকার স্বরূপকেই ব্যাখ্যা করেছেন।

যাকে নিয়ে তুমি চিন্তন করতে পার না—এভাবেই নিরাকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। মুরলীধারী কৃষ্ণ, ধনুর্ধারী রাম—এদের আমরা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু যদি বলা হয়, কারও চিন্তন করো না, তখন বুদ্ধি আটকে যায়।

তিনি সর্বত্র বিদ্যমান—তাহলে সেই নিরাকার পরমাত্মাকে কোন দিকে তাকিয়ে দেখব? তিনি তো সর্বত্রই আছেন।

রাম, কৃষ্ণ, মহাদেবের সম্পর্কে আমরা কথা বলতে পারি। কিন্তু যিনি অব্যক্ত, তাঁর সম্পর্কে কীভাবে কথা বলব? সাকার রূপের বর্ণনা দেওয়া যায়—মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ধারী রাম, গলায় সাপের মালা পরা মহাদেব—এদের কিছু না কিছু বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যিনি কণায় কণায় বিরাজমান নিরাকার, তাঁর কী বর্ণনা করা যায়?

তুলসীদাস বলেছেন—

এক রাম দশরথ কা বেটা, এক রাম ঘট ঘট মে লেটা।

এক রাম কা সকল পসারা, এক রাম জগত সে নেয়ারা।।

রাম একই। এক রাম দশরথের পুত্র—সগুণ সাকার।
আর এক রাম প্রতিটি কণায় কণায় বিরাজমান—নিরাকার।

কূটস্থ—যেমন একজন লোহার কামার লোহার টুকরো আগুনে গরম করে পিটিয়ে নানা আকার দেয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাজ চলে আসছে। কিন্তু কামারের নিজের স্বরূপে কোনো পরিবর্তন আসে না।

পরমাত্মাও তেমনই—কূটস্থ, অচল, ধ্রুব।

কাকে ছোট আর কাকে বড় বলা যাবে? তুলসীদাস বলেন—কাউকে ছোট-বড় বলা না।

রামের ধনুকধারী রূপ—
“রমন্তে সর্বত্রঃ গতি রামঃ।”

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজানোর রূপ—
“কর্ষতি আকর্ষতি ইতি কৃষ্ণঃ।”

গোবিন্দ—মন ও ইন্দ্রিয়গুলোর অধিপতি।
ঈশ্বর—ঈশসহ আটটি সিদ্ধির অধিকারী।

আমরা শ্রীভগবানের যে কোনো রূপ মানি না কেন, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। গিরিজাশঙ্কর, সীতারাম, লক্ষ্মীকান্ত, কৌশলপতি—যারই চিন্তন করি না কেন, সবাই একই পরমাত্মা।

উদাহরণ—আমরা পেঁপে কিনতে গিয়ে টাকা নিতে ভুলে সামনে এগিয়ে যাই। ফলওয়ালা আমাদের নাম জানে না—ডাকে, “বোন”, “ভাই”। তাতেও সাড়া না পেলে বলে, “লাল শাড়ি পরা বোন”, “চশমা পরা বাবু”। তখন আমাদের দৃষ্টি যায়। আমরা তার ওপর রাগ করি না যে সে এভাবে ডাকল কেন।

শ্রীভগবানকেও যে কোনো নামেই ডাকো—তিনি বুঝে নেন।

গীতাপ্রসেসের প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় সেঠজী একদিন শ্রদ্ধেয় রামসুখদাসজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—শ্রীভগবান যদি অচিন্ত্য হন, তবে তাঁর ধ্যান কীভাবে করব?
স্বামীজী

উত্তর দিয়েছিলেন—তাঁর লীলার চিন্তন করো। নাম, রূপ, লীলা, ধাম—এই চার উপায়ে শ্রীভগবানের চিন্তন হয়। ধাম অর্থাৎ প্রয়াগরাজ ধাম, অযোধ্যা ধাম, বৃন্দাবন ধাম—এসবই শ্রীভগবানের ধাম।

“অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥” ॥ ৮.৫ ॥

শ্রীভগবান বলছেন—অন্তিম সময়েও যদি কেউ আমাকে স্মরণ করে, তবে সে আমাকেই লাভ করে।

কিন্তু সারাজীবন যদি উল্টো-পাল্টা কাজ, মিথ্যা, ছলনা করি—তাহলে শেষ সময়েও সেগুলোরই স্মরণ হবে। পরিবার, সম্পত্তি, সন্তান, শরীরের সম্পর্ক—চাইলেও তখন রাম-রাম বেরোবে না।

“জন্ম জন্ম মুনি যতনু করাই। অন্ত রাম কহি আবত নাই।
যাসু নাম বল শঙ্কর কাশি। দেত সবহি সম গতি অবিনাশী॥”

উপনিষদে একটি তত্ত্ব আছে—যদি একটি দেওয়াল উত্তর দিকে হেলে থাকে, তবে বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর পর যখনই পড়বে, উত্তর দিকেই পড়বে।
দক্ষিণ দিকে হেলে থাকলে, দক্ষিণ দিকেই পড়বে।

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকারীরাও শেষ পর্যন্ত আমাকেই লাভ করে।

সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পূর্ণ নিদ্রা দরকার। সে মনে করে—নিজের শরীর ও শরীর-সংযুক্ত সম্পর্কগুলোর দায়িত্ব তারই। সব ভার সে নিজের ওপরই নেয়। ভাবে—আমি চলে গেলে এদের কী হবে। যেন তার ছাড়া দুনিয়া চলে না।

এই দেহাভিমান থেকেই মানুষের পাপবোধ জন্মায়। যতদিন নিজেকে শরীর বলে মনে করবে, ততদিন মৌলিক যোগ্যতাও অর্জিত হবে না।

অষ্টাবক্র মুনি যখন রাজা জনককে জ্ঞান দিতে গেলেন, তখন জনককে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার অবস্থা বলুন।

জনক বললেন—

বাঁচার ইচ্ছা নেই, মরার ভয় নেই।

এটাই দেহাভিমানের উর্ধ্ব থাকা। দেহাভিমান অতিক্রম করলেই মানুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী হয়।

তুলসীদাস রচিত শ্রীরামচরিতমানস (বিশেষত অরণ্যকাণ্ড) থেকে একটি চৌপাই—

এর অর্থ হলো, জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মতো, যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে; আর ভক্তিমার্গের পথিক শিশুপুত্রের মতো, যার রক্ষা করা প্রয়োজন। এই কথা নারদ মুনি ভগবান শ্রীরামের কাছে নিজেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন।

শ্রীভগবান মা-রূপে ভক্ত শিশুর চিন্তা করেন এবং নিজেই তাকে আহার করান। এখান থেকেই শ্রীভগবান ভক্তিমার্গের কথা বোঝান।

12.5

**ক্লেশোধিকতরশ্বেষাম্, অব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং(ন্), দেহবদ্ধিরবাপ্যতে।।5।।**

অব্যক্তে (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্তচিত্তে সেই সাধকদের (নিজ নিজ সাধনে) অধিক ক্লেশ হয়ে থাকে, কারণ দেহধারী ব্যক্তিদের অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টে লাভ হয়।

12.6

**য়ে তু সর্বাণি কর্মাণি, ময়ি সন্ন্যস্য মত্পরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন, মাং(ন্) ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।6।।**

কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, মৎ-পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে আমারই ধ্যান বা উপাসনা করেন।

যে সকল ভক্ত আমার প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত থেকে, তাঁদের সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, আমারই—এই সগুণ রূপ পরমেশ্বরের—একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে নিরন্তর চিন্তন করতে করতে ভজন করেন।

12.7

তেষামহং(ম্) সমুদ্বর্তা, মৃত্যুসংসারসাগরাত্

ভবামি নচিরাত্‌পার্থ, ময়্যাবেশিতচেতসাম্‌।।৭।।

হে পার্থ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই ভক্তদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে শীঘ্রই উদ্ধার করে থাকি।

শ্রীভগবান বলছেন—একনিষ্ঠ ভাব নিয়ে আমার ভক্তি করো। আমরা অনেক সময় 'একনিষ্ঠ' শব্দটির ভুল অর্থ করে নিই। যদি আমাদের ইষ্টদেব রাম হন, তবে আমরা ভাবি শ্রীকৃষ্ণ, শিব বা অন্য কোনো দেবী-দেবতাকে পূজা করা উচিত নয়।

কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে যে প্রতিটি গৃহস্থের পাঁচ দেবতার পূজা করা উচিত—

- বিষ্ণু ভগবানের যেকোনো রূপ—রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি
- শিব
- দেবী রূপ—রাধারাণী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা ইত্যাদি
- গণেশ
- সূর্যদেবকে প্রতিদিন অর্ঘ্য প্রদান করা

এছাড়াও নিজের শ্রদ্ধা অনুযায়ী অন্য দেবতার বিগ্রহ রাখা যেতে পারে।

বিধান হলো—নিজের ইষ্টদেবের বিগ্রহ মাঝখানে রেখে অন্য বিগ্রহগুলি ডান বা বাঁ পাশে স্থাপন করতে হবে। শ্রাবণে শিবের পূজা, জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের, নবরাত্রিতে দেবীর, রামনবমীতে রামের পূজা—সব পূজাতেই নিজের ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি প্রার্থনা করতে হবে।

আসলে আমরা অনেক সময় নিজের প্রকৃত ইষ্টদেবকেই চিনি না। পূজার পর আমরা যখন ধন, বাড়ি, গাড়ি, পদোন্নতি—এইসব জাগতিক বস্তু চাইতে থাকি, তখন ভগবান আর আমাদের ইষ্ট থাকেন না; বস্তুই ইষ্ট হয়ে যায়।

“হে প্রভু, যে উপায়ে আমার মঙ্গল হয়, আপনি তেমনটাই দ্রুত করুন, কারণ আমি আপনার দাস।”

—এই চৌপাই তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস থেকে নেওয়া।

ভগবানকে আপন করে নাও, অন্য কাউকে নয়। একবার গ্রহণ করার পর ইষ্ট, গুরু, মালা ও মন্ত্র পরিবর্তন করা উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে। এক মহিলা শিবমন্দিরে দীপ জ্বালানোর সংকল্প করেছিলেন। ওনার ছোট জা চাননি সেই সংকল্প পূর্ণ হোক, তাই প্রতিদিন গিয়ে দীপ নিভিয়ে দিতেন। একদিন প্রবল বৃষ্টির কারণে বড় জা মন্দিরে যেতে পারেননি, ঘরেই শিবের ধ্যান করে দীপ জ্বালালেন। ছোট জা মন্দিরে গিয়ে ভেবেছিলেন দীপ আগেই নিভে গেছে, আবার জ্বালাতে গিয়েই শিব প্রকাশ পেলেন এবং বললেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন। তখন ছোট জা বুঝতে পারলেন নিজের ভুল, আর ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর অন্তরের ভেদ দূর হলো।

সুবিধার জন্য আমরা অনেক সময় নিয়ম ভেঙে বা বদলে ফেলি—এটা ঠিক নয়। কষ্ট হলেও নিয়ম পালন করা উচিত। এটিই তপস্যা।

12.8

ময়ে্যব মন আধত্‌স্ব, ময়ি বুদ্ধিং(ন্) নিবেশয় নিবসিষ্যসি ময়ে্যব, অত উর্ধ্বং(ন্) ন সংশয়ঃ।।৪।।

তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ কর ; তাহলে তুমি আমাতেই বাস করবে (স্থিতিলাভ করবে) এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীভগবান বলছেন—হে অর্জুন, তুমি তোমার মন ও বুদ্ধি একান্তভাবে আমার মধ্যেই নিবদ্ধ করো। অর্জুনের মনে

হলো, এটি তো অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনি শ্রীভগবানের কাছে আর কোনো বিকল্প, কোনো সহজতর পথের কথা জানতে চাইলেন।

12.9

অথ চিত্তং(ম্) সমাধাতুং(ন্), ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্ অভ্যাসযোগেন ততো, মামিচ্ছাপ্তুং(ন্) ধনঞ্জয়।।9।।

যদি তুমি আমাতে চিত্ত অচলভাবে স্থির (অর্পণ) করতে সক্ষম না হও, তাহলে হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসযোগের সাহায্যে তুমি আমাকে পাবার চেষ্টা কর।

শ্রীভগবান বলেছেন—অভ্যাসের মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। নিয়ম মেনে রাম-নাম জপ করা, মালা জপ করা, জপ ও পাঠ অবশ্যই করা উচিত। শ্রীভগবানের কৃপা এক মুহূর্তেই লাভ হয়। যে বারবার তাঁকে ডাকে, তার ওপর শ্রীভগবানের কৃপা হয়।

তুলসীদাস বলেন—

তুলসী মেরে রাম কো রোজ ভজ যা খীজ
ভৌম পড়া জামে সতী উল্টা -সীধা বীজ।।

যেমন বীজ জমিতে সোজা পড়ুক বা উল্টো, তাতে সে অঙ্কুরিত হয়ই—তেমনি শ্রীরামজীর ভজন আনন্দের সঙ্গে করা হোক বা ক্রোধের সঙ্গে, তা সর্বতোভাবে কল্যাণকরই হয়।

ভক্তির কোনো কঠোর নিয়ম নেই। যেভাবেই ভক্তি করা হোক না কেন, তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ভাব কম হোক বা বেশি—তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমেই ভক্তি দৃঢ় ও পুষ্ট হয়।

12.10

অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি, মত্‌কর্মপরমো ভব মদর্থমপি কর্মাণি, কুবন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।10।।

যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও তবে আমার জন্য কর্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করতে থাকলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।

যদি আমরা নিয়মিত অভ্যাসও করতে না পারি, তবুও যা কিছু করি—সবই যেন শ্রীভগবানের জন্যই করি। সন্তানদের লালন-পালন হোক, অফিসে যাওয়া হোক, রান্নাঘরে কাজ করা হোক, পড়াশোনা করা হোক—আমরা সৈনিক হই বা শিক্ষক—যাই করি না কেন, এই ভাবনা রাখব যে আমি এটি শ্রীভগবানের জন্যই করছি, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করছি। যে কাজে শ্রীভগবানের সন্তুষ্টি নেই, সেই কাজ আমি করব না।

12.11

অথৈতদপ্যাশক্তোসি, কর্তুং(ম্) মদ্যোগমাশ্রিতঃ সর্বকর্মফলত্যাগং(ন্), ততঃ(খ) কুরু যতাত্মবান্।।11।।

যদি তুমি আমার যোগের (সমত্বের) আশ্রিত থেকে এইগুলিও (পূর্বশ্লোকে কথিত সাধনগুলি) করতে অসমর্থ হও তাহলে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সমস্ত কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ কর।

শ্রীভগবান বলেছেন—সমস্ত কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর। এটি কীভাবে সম্ভব? কৃষি করব, কিন্তু ফসলের আশা করব না; পড়াশোনা করব, কিন্তু ভালো নম্বর পাওয়ার আশা করব না—এটি কীভাবে সম্ভব? শ্রীভগবান বলেন, ফলের আসক্তি ত্যাগ কর। কৃষিকাজের পর যেভাবেই ফসল হবে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পড়াশোনার পর ভালো নম্বর আসবে, এটি অবশ্যক নয়। যতই পাওয়া যায়, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে গ্রহণ করে পুনরায় মন দিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।



तेरा रामजी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे |

नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप सम्हाले
हरि आप ही उठायेँ तेरा भार, उदासी मन काहे को करे ||1||

काबू में मँझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के
तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे||2||

सहज किनारा मिल जायेगा, परम सहारा मिल जायेगा
डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे||3||

तू 'निर्दोष' तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है
सच्ची भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को करे ||

तेरा रामजी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे |

सहज উপায় হলো—আমরা জীবনকে শ্রীভগবানের হাতে তুলে দিই। যখন জীবন তাঁকে দেওয়া হয়, তিনি ধরার জন্যই বসে আছেন। দ্রৌপদীর চীৎ হরণে—তিনি পাণ্ডব, ভীষ্ম পিতামহ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সকলের দিকে সাহায্যের আশা করেছিলেন। “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” ডাকছিলেন, কিন্তু আশা অন্যদের কাছেই ছিল। পরে তিনি ভাবলেন, আমি ক্ষত্রাণী, নিজেই রক্ষা করব। সকলের থেকে আশা ছেড়ে, সম্পূর্ণ সমর্পণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন।

আমরা ধন, বুদ্ধি, বল, সন্তান, সম্পর্কিতদের উপর নির্ভর করি। শ্রীভগবানের হাতে জীবন তুলে দাও, তিনি ধরার জন্যই বসে আছেন।

সেশন সমাপ্ত হলো হরি নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে।

প্রশ্নোত্তর:

- প্রশ্নকারী: বিনোদ জী
প্রশ্ন: চতুর্থ শ্লোকে সর্বভূতহিতে রতঃ এর অর্থ কী?

উত্তর: যে সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে কাজ করে, তিনি আমাকে (শ্রীভগবান)ই প্রাপ্ত হন।

- **প্রশ্ন:** শ্রীভগবানের সগুণ না নিগুণ রূপে ধ্যান করা উচিত?

উত্তর: ফল উভয়ের জন্য সমান হলেও, সগুণ রূপে ধ্যান করা বেশি সহজ এবং সুগম, তাই সগুণ রূপের ধ্যান করা উচিত।

- **প্রশ্নকারী:** দিব্যাংশী জী

প্রশ্ন: যদি আমরা নিজের ইষ্ট দেবতা ছাড়া অন্য দেবতারও উপাসনা করি, কোনো সমস্যা বা দোষ হয় কি?

উত্তর: কোনো সমস্যা বা দোষ নেই। সকলের ভক্তি করা উচিত। নবরাত্রিতে দুর্গা, শিবরাত্রিতে শিব, জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ—সব দেবতার ভক্তি করলেও, নিজের ইষ্ট দেবতার ভক্তি সর্বোচ্চ চাওয়া উচিত।

- **প্রশ্ন:** ধর্ম কী?

উত্তর: নিজের কর্তব্য পালন করাই ধর্ম। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যেসব কর্তব্য আমাদের করতে হয়, সেগুলোই ধর্ম।



আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

<https://vivechan.learngeeta.com/feedback/>

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!

আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!

সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাশ্রম লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!

Let's come together with the motto of Geeta Pariwar, and gift our Geeta Classes to all our Family, friends & acquaintances

<https://gift.learngeeta.com/>

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

<https://vivechan.learngeeta.com/>

॥ गीता पढून, पढान ,जीवने ग्रहण करून ॥
॥ ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥